মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫

বিষয় ঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (১১১)

CQ সম্ভাব্য উত্তরমালা- বাংলা ভার্সন

১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক : তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়।
বিঃদ্রঃ পাঠ্যবইয়ে অন্য সংজ্ঞাও আছে।

খ : কোনো কাল, অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ধর্মের নামকরণ সে সব ধর্মের প্রবর্তক, প্রচারক, অনুসারী কিংবা জাতির নামে করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম সর্বজনীন জীবনবিধান হওয়ার কারণে এর নামকরণ কারও নামে করা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তির পথে জীবন পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এর নামকরণ করা হয়েছে ইসলাম।

গ : জনাব 'ক' এর কর্মকান্ডে কুফর তথা কাফিরের চরিত্রের সাথে মিল রয়েছে। কাফির ব্যক্তি ইসলামের মৌলিক বিষয়ে অবিশ্বাস করে। কাফির সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে লিখলে চলবে।

ঘ : জনাব 'খ' এর আচরণে শিরকের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এখানে মায়ের বক্তব্য যথার্থ, শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত লিখবে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক : শরিয়তের চতুর্থ উৎস হলো কিয়াস। কিয়াস শব্দের অর্থ অনুমান করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিষাভায়, কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে।

খ : ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের একটি ব্যতীত অন্যটি কল্পনাও করা যায় না। এদের একটি অপরটির উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর ইসলাম তার শাখা-প্রশাখা।

গ : টগরের বিশ্বাসে ইমানের আখিরাতের বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে। আখিরাত/পুনরুত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখবে।

ঘ : আবদুল্লাহ ইবনে উবাই জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই একজন মুনাফিক। নিফাক সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে লিখলে চলবে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক : শরিয়ত অর্থ পথ, রাস্তা। ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে শরিয়ত বলে।
বিঃদ্রঃ পাঠ্য বইয়ে বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে।

খ : আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এজন্যই আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

গ ; জনাব হাবিবের কর্মকান্ডে ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত হাদিসের শিক্ষা ফুটে উঠেছে। হাদিসটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে লিখবে।

ঘ : আশিকের কর্মকান্ডে বৃক্ষরোপন সম্পর্কিত হাদিসটির যথার্থতা দৃশ্যমান। ইমাম সাহেবের উক্তিটি যথার্থ। হাদিসটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে লিখবে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক : তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, পড়া, অনুসরণ করা ইত্যাদি। আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামি পরিষাভায় কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়।

খ : আল-হাদিস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে শরিয়াতের যাবতীয় আদেশ নিষেধ, বিধি-বিধান ও মূলনীতি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর নবি (সঃ) এর দায়িত্ব ছিল এসব বিধি-বিধান স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।

গ : কামালের আচরণে সূরা মাউনের শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে। সূরা মাউনের ব্যাখ্যা ও শিক্ষার আলোকে লিখবে।

ঘ : সূরা দোহার শিক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে। স্ত্রীর মন্তব্য যথার্থ ও প্রশংসনীয়। সূরা দোহার আলোকে বিশ্লেষণ করবে।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক : ইবাদত অর্থ হলো- চূড়ান্তভাবে দীনতা-হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং নমনীয় হওয়া। আর ইসলামি পরিষাভাষায়, দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়।

খ : পাঠ্য বইয়ের আলোকে লিখলে চলবে।

গ : সাকিব ও তার বন্ধুদের ইবাদতটি হলো হাক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক। হাক্কুল ইবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখবে।

ঘ : মিসেস ফাতিমার দানের দুই পদ্ধতির মধ্যে বর্তমান পদ্ধতি সেরা। অর্থাৎ ফাতিমা ২৫,০০০/- টাকায় ৫টি সেলাই মেশিন দরিদ্রদেরকে দান করেছেন। এখানে যাকাত ইবাদতটি সম্পর্কে লিখবে এবং ১ম পদ্ধতি সেরা বলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করবে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক : ইলম আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো- জ্ঞান, জানা, অবগত হওয়া বিদ্যা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা।

খ : খুব দ্রুত শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারেও ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন- "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"
পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- "মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করো না।

গ : সাদিকের আচরণে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক/শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ : মুবিনের ইবাদতটি হলো হজ। হজের শিক্ষা ও তাৎপর্য সম্পর্কে লিখবে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক : শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলা হয়।

খ : আমরা মুসলমান। আমাদের সমাজে অমুসলিম সম্প্রদায়ের বহু লোক বসবাস করেন। এদের কেউ আমাদের সহপাঠী, কেউ সহকর্মী, কেউ খেলার সাথী, কেউবা প্রতিবেশী আবার কেউ শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন। তাদের সকলের সাথেই ভালো ব্যবহার করতে হবে। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ও পরিজন।

গ : সগিরের কর্মকান্ড 'কর্মবিমুখতা'র শামিল। কর্মবিমুখতা সম্পর্কে সগিরের কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করবে।

ঘ : সোহাগের ঋনদানের বিষয়টি হলো সুদ। সুদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করবে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক : সাওম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তে সাওম শব্দের অর্থ হলো- সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা।

খ : দুনিয়ার জীবনে আখলাকে হামিদাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে সমাজের সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায় এবং তাঁর বিপদে-আপদে এগিয়ে আসে।

গ : জনাব আরিফের কর্মে নারীর প্রতি সম্মানবোধের গুণটি ফুটে উঠেছে। নারীর প্রতি সম্মানবোধ সম্পর্কে আরিফের কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করবে।

ঘ : আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর আচরণে সত্যবাদিতা গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে। সত্যবাদিতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করবে।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক : তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। ব্যবহারিক অর্থে পরহেজগারি, খোদাভীতি, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বোঝায়। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।

খ : প্রকৃত ইমানদার হওয়ার জন্য পবিত্র থাকা অপরিহার্য। কেননা পবিত্রতা ব্যতীত কোনো ইবাদত কবুল হয় না। সালাত আদায়ের জন্য মানুষের শরীর, পোশাক ও সালাতের স্থান পরিষ্কার ও পবিত্র হতে হয়। এগুলো নাপাক থাকলে সালাত শুদ্ধ হয় না। তেমনি আল-কুরআন তিলাওয়াতের জন্যও পাক-পবিত্র হতে হয়।

গ : 'ক' এর আচরণ গিবতের শামিল। গিবত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবে।

ঘ : উদ্দীপকে হিংসা নেক আমলকে ধ্বংস করে। হিংসা সম্পর্কে 'খ' এর আচরণ বিশ্লেষণ করবে।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক : মহানবী (সাঃ) আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে যে শান্তি সংঘ গঠন করলেন তাই হিলফুল ফুযুল।

খ : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর চারিত্রিক গুণাবলি- আমানতদারি, সত্যবাদিতা, ন্যায় নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার কারণে তৎকালীন আরবের লোকজন তাঁকে আল-আমিন (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়েছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পর যারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল তারাও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি।

গ : মুনিরের কর্মকান্ড হযরত উমর (রাঃ) এর আদর্শের বিপরীত। মুমিনের কর্মকান্ড হযরত উমর (রাঃ) এর জীবনীর আলোকে ব্যাখ্যা করবে।

ঘ : সাব্বির সাহেবের কর্মকান্ডে হযরত উসমান (রাঃ) এর জীবনাদর্শের আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে। পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করবে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক : হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ/চুক্তি প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

খ : ইমাম বুখারী (রহঃ)- কে হাদিস বর্ণনায় মুমিনদের নেতা বলা হয়। কারণ তিনি বিশুদ্ধ হাদিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। তিনি সহিহ বুখারী নামে প্রসিদ্ধ একটি হাদিস সংকলন প্রস্তুত করেন। যা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হয়।

গ : হযরত মুসা (আঃ) এর ঘটনাটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নবুয়ত প্রাপ্তির ঘটনাটি ব্যাখ্যা করবে।

ঘ : জনাব হামীমের কর্মকান্ডে ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) জীবনীর সাথে সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। আংশিক দিক ফুটে উঠেছে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর জীবনীর আলোকে বিশ্লেষণ করবে।